দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 02 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থবিরতা

লাগাতার ধর্মঘট : ৪ মাসের সেশনজট

শাহজাহান শুভ

রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকা লাগাতার ধর্মঘটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। ক্লাস তো দূরের কথা, পরীক্ষাসহ অন্যান্য কার্যক্রমেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সমাবর্তন, ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের অনিশ্চয়তার পাশাপাশি প্রায় চার মাসের সেশন জটের কবলে পড়ছেন শিক্ষার্থীরা। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ হাজার শিক্ষার্থী চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন।

রমজান, দুর্গাপূজা, ঈদ এবং অবরোধের পর গত ১১ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়। দীর্ঘদিন পর ক্যাম্পাসে এসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। শিক্ষার্থীদের পদভারে মুখরিত ক্যাম্পাস দেখে অনেকে এটাকে 'ধুধু মরুভূমির মধ্যে একপশলা বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করেছেন।' কিন্তু ১৯ নভেম্বর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মারধরের ঘটনা আবারো পরিবেশকে বিপরিত দিকে ঠেলে দেয়। লাগাতার ধর্মঘট ডাকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ফলে আরেক দফা অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে ক্যাম্পাস।

জানা যায়, আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়েও ধর্মঘট ডেকে ক্যাম্পাস অচল করে রাখে ছাত্রদল। তবে এ বছর সকলের ধারণা ছিল ভিন্নরকম। বিএনপি-জামায়াত সরকারের ক্ষমতা ছাড়ার পরও অনেকদিন ক্যাম্পাস খোলা থাকায় অনেকে অন্যরকম হিসাব কষছিল। কিন্তু ১৯ নভেম্বরের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সে আশায় গুড়ে বালি দিয়েছে। তারপরও সকলের ধারণা ছিল, ধর্মঘটের মধ্যেও ভর্তি পরীক্ষাসহ অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের বারবার পরীক্ষা পেছানোর ঘটনা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পরীক্ষাসহ সকল কার্যক্রম প্রতিরোধের ঘোষণায় অনিশ্চয়তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। গত রোববার ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে। বারবার পরীক্ষা পেছানোর কারণে সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা। কারণ তাদের রমজানে শুরু হওয়া শেষ বর্ষের পরীক্ষা ঈদের পরও দু'একটি বাকি ছিল। যে পরীক্ষাগুলো শেষ হলেই তারা কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ পাবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেছেন, পরীক্ষা গ্রহণসহ সব ধরনের কার্যক্রম চালানোর ব্যাপারে আমরা বদ্ধপরিকর। তবে কেউ যদি পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করতে চায় তাহলে করার কিছু থাকেনা। এছাড়া একশ্রেণীর শিক্ষকও এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে ইন্ধন দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে ধর্মঘট ডাকার পর ক্যাম্পাসে আসার চেষ্টা করলে বারবার ছাত্রদলের প্রতিরোধে পিছু হটেছে ছাত্রলীগ নেতৃত্বাধীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। তারা বরাবরই অভিযোগ করে আসছে হলগুলোতে অবৈধ অস্ত্র এবং বহিরাগত অস্ত্রধারীরা অবস্থান করছে। কিন্তু দু'দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি হলে 'ব্লক রেইড' দিয়েও কোন অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। ১২ হল থেকে ১১ অতিথি ছাত্রকে আটক করা হয়েছে মাত্র। তবে ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন অভিযোগ করে বলেছেন, তল্লাশি অভিযানের দিন সন্ধ্যায় ৭টার মধ্যেই ছাত্রদল নেতারা এ ব্যাপারে জানতেন। যাকে স্রেফ 'আইওয়াশ' বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। ধর্মঘট প্রত্যাহারের ব্যাপারে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আমাদের ডেকে নিয়ে ছাত্রদলকে আমাদের ওপর লেলিয়ে দিয়েছে। যার মাধ্যমে তার আসল চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। তবে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেছেন, ছাত্রদল সব সময় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে। তবে কাউকে ক্যাম্পাসে অরাজকতা সৃষ্টি করার সুযোগ দেয়া হবে না। পরীক্ষার ব্যাপারে তিনি বলেন, পরীক্ষা স্থগিতের কোন পরিস্থিতি ক্যাম্পাসে সৃষ্টি হয়নি। আমরা আশা করবো কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।

৪৩তম সমাবর্তন হওয়ার কথা রয়েছে। নির্ধারি সময়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়েও সংশয় সৃ হয়েছে। জানা গেছে, সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রস্তু এখনও প্রাথমিক পর্যায়েই রয়েছে। এছাড়া আ দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. ইউনূস সংবর্ধনা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু সার্বি পরিস্থিতির কারণে তা পিছিয়ে গেছে।

এদিকে লাগাতার ধর্মঘটের কারণে ঢা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট বেড়ে যা আশংকাজনক হারে। বিএনপি-জামায়া সরকারের প্রথম তিন বছরে শামসুন্নাহার হ ট্রাজেডি এবং মরহুম ড. হুমায়ুন আজাদের ওপ সন্ত্রাসী হামলাসহ বেশ কয়েকটি ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৭৫ দিন অনির্ধারিত বন্ধ ছিল শেষ দুই বছরে এ বন্ধের পরিমাণ ছি হাতেগোনা কয়েকদিন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট অনেকটাই কমে আসে। কিন্তু অনির্ধারিত ধর্মঘটের কারণে শিক্ষার্থীরা ব ধরনের সেশনজটের আশংকা করছেন।

সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী যদি আবারো পরীক্ষ স্থগিত করা হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা চার মাসে সেশন জটে পড়বে। ধর্মঘট অব্যাহত থাকলে ও আরো কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। এ ব্যাপা ছাত্রলীগ সভাপতি বলেছেন, সেশনজট সকলে কাছেই অনাকাঙ্খিত। তবে কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাচা হয়ে গেলে এর জন্য তারাই দায়ী থাকবেন। ছা দলের ঢাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক বলেন আমরা আশা করবো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম বন্ধ করবে। অন্যথা তারা সাধারণ ছাত্রদের দ্বারাই প্রতিরোধে সম্মুখীন হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা সম্পর্কে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মো আখতারুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের মতে খামখেয়ালিপূর্ণ আচরণ করছেন। এখানে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোকে কম গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্র সংগঠনগুলোর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। আর সংকট নিরসনের জন্যও কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. আ কা ফিরোজ আহমেদ বলেন, বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনে কর্তৃপক্ষ সব সময় সচেষ্ট। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য আমরা ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে বসব। আজ ছাত্রদলের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হবে। দু'একদিনের মধ্যে ছাত্র সংগ্রাম